NOV. 1 9 2000

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ... ...

নকলের জন্য বই

নকল করিবার প্রবণতা আমাদের চরিত্রে প্রবল বলিয়াই মনে হইতেছে। 'মেইড ইন জিঞ্জিরা' বলিয়া একটি প্রাবাদিক কথা চালু রহিয়াছে ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প পণ্য বাজারে। এখন এই কথাটিকে একটু ঘুরাইয়া 'মেইড ইন বাংলাবাজার' বলিয়া চালু করা যায় অতি সহজেই। কারণ বাংলাবাজার এককালে শিল্প-সাহিত্য তথা সৃজনশীল পুস্তকের সূতিকাগার হইলেও বর্তমানে ওই বাজারে পাইরেট-পুস্তক উৎপাদন যেমন সহজ, তেমনি নোটবই নিষিদ্ধ হইবার পর 'গাইড' পুস্তক গ্যাট হইয়া কোমর গাড়িয়া বসিয়াছে। এমনও অভিযোগ উঠিয়াছে যে, আজকাল পরীক্ষার খাতায় নকল করিবার উপযোগী নোট পুস্তক নিয়মিতই প্রকাশ পাইতেছে। সম্প্রতি টাঙ্গাইলের সকল উপজেলা পর্যায়েই নোটবই জাতীয় পুস্তকের দেদার বিক্রয় চলিয়াছে। বিএ পরীক্ষার্থীগণই অধিকাংশ পুস্তকের ক্রেতা। চলতি শিক্ষা বৎসরের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে দিনকতক আগে। সকল বিষয়েরই নোটবই মার্কা 'গাইড' বিক্রয় হওয়ায়, শিক্ষিত জনশ্রেণীর ধারণা জন্মাইয়াছে যে, পরীক্ষার্থীরা নকল করিবার লক্ষ্যেই টেক্সট রাখিয়া গাইড নির্ভর হইয়াছে।

ইহা সত্য যে, টাঙ্গাইলের সকল উপজেলায়ই কেবল নহে, দেশের সকল উপজেলা সদরেই গাইড জাতীয় নোট বুক বিক্রয় হইতেছে। এই সমস্যা নোটবই যখন চালু ছিল তখনকার। এখন ভিন্ন নামে নোটবই-ই চালু রহিয়াছে। শিক্ষার্থীগণ যদি টেক্সট না পড়িয়া গাইড-হেফজ করিয়া পরীক্ষা-পুলসিরাত পাড়ি দিতে চাহে এবং তাহারা উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে নোট বা গাইডের কদর বাড়িবেই। দ্বিতীয়ত কলেজগুলিতে যদি নিয়মিত ক্লাস হয় এবং টেক্সট পড়ানো হয়, শিক্ষার্থীরা যদি ফাঁকি না দেয় বা না দিতে শিখে, তাহা হইলে পরীক্ষায় নকল করিবার যে প্রবণতা তাহা অনেকাংশেই কমিয়া যাইত। কিন্তু আমাদের শিক্ষকগণ যেমন ক্লাস গ্রহণে নিস্পৃহ, ততোধিক তথ্য-জ্ঞান বিতরণেও, পাশাপাশি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনীতি করিবার প্রবণতা এতটাই প্রকট যে, শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক কীর্তিতেই ঠাসা থাকে। ফলে শিক্ষা বৎসর শেষে পরীক্ষা সমাগত হইলে নকল ব্যতীত ও গাইড ব্যতীত শিক্ষার্থীদের অন্য কোনও উপায়ই থাকে না। বাঙালি জাতি চেতনার মর্মমূলে এই সত্য আজ শিকড় গাড়ে নাই, ইহা ধীরে ধীরে রোপিত-বর্ধিত হইয়াছে এবং মহীরুহে পরিণত হইতে যাইতেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাগণ যত পথই আবিষ্কার করুন না কেন, শিক্ষা কারিকুলাম, শিক্ষার পদ্ধতি ও শিক্ষকগণের শিক্ষাদান– এই অঙ্গাঙ্গি বিষয়গুলি 'আগাপাছতলা' নূতন করিয়া ঢালিয়া না গড়িলে কোনও উপকারই হইবে না। নকল থামাইতে হইলে পুলিশ নহে, মূল শিক্ষা ভিত্তিই নূতন করিতে হইবে। তবে চলতি ডিগ্রি পরীক্ষায় যাতে নকল হইতে না পারে, ম্যাজিস্ট্রেট, ইনভিজিল শিক্ষক টিম, পুলিশ ও অপরাপর কর্তৃপক্ষ, সততার সহিত দায়িত্ব পালন করিলে, ইহা আশা করা যায় যে, পরীক্ষার্থীগণ নির্বিঘ্নেই পরীক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।